FEB 19 2001

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ৩ ...

দৈনিক সংবাদ

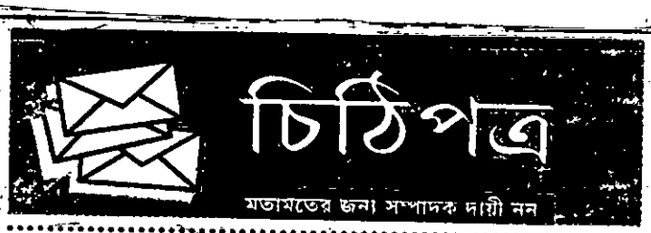

আপনার পত্রিকায় মাদ্রাসা সম্পর্কে বর্ণিত অসত্য প্রতিবেদনটি প্রকাশিত হওয়ার ফলে মাদ্রাসার ভাবমূর্তি দারুণভাবে ক্ষুণ্ন হয়েছে।

মাওলানা মোঃ ইদ্রিস
মোতওয়াল্লী
আল জামেয়াতুল ইসলামিয়া দারুল
উলুম রুহুল ইসলাম মাদ্রাসা,
থানা ও পোঃ সৈয়দপুর
জেলা- নীলফামারী।

"যে মাদ্রাসায় পায়ে শেকল বেঁধে ছাত্রদের শাসন করা হয়" শীর্ষক মিথ্যা রিপোর্টিং-এর প্রতিবাদ

গত ৮ই ফেব্রুয়ারি/ ২০০১ 'সংবাদ'-এর ৭ম পৃষ্ঠায় "সৈয়দপুরে যে মাদ্রাসায় পায়ে শেকল বেঁধে ছাত্রদের শাসন করা হয়" শিরোনামে যে সংবাদটি পরিবেশন করা হয়েছে তা সম্পূর্ণরূপে অসত্য তথ্যের ভিত্তিতে করা হয়েছে। উক্ত রিপোর্টে যেমন উল্লেখ করা হয়েছে, "নিরীহ ও অভাবপীড়িত পরিবারের ছেলে-মেয়েদের নানা প্রলোভন দেখিয়ে এনে জোর করে কওমি মাদ্রাসা শিক্ষার নামে 'জেহাদি ট্রেনিং' দেয়া হয় বা এই প্রশিক্ষণের অংশ হলো তাদের পায়ে শেকল দিয়ে রাখা বা মাদ্রাসার ছাত্র ইউসুফকে ১৯শে ফেব্রুয়ারি হাতে পায়ে শেকল বেঁধে রাখা হয়েছিল বা প্রতিবেদকদ্বয়কে দেখে মাদ্রাসার বড় ভাইয়া ইউসুফকে একটি কক্ষে টেনে নিয়ে যায় বা ইউসুফকে একঘরে আরো ২দিন আটক রাখা হয় বা মাদ্রাসায় শিকল দিয়ে ঝুলিয়ে রেখে দোররা মেরে, না খাইয়ে রেখে বা একঘরে বন্দি রেখে মা-বাবার সাথে দেখা বন্ধ করে দেয়া ইত্যাদি ধরনের শাস্তি প্রদান করা হয় বা মাদ্রাসাটি টিকে আছে একটি গোপন মৌলবাদী শক্তির সাহায্যে ইত্যকার যাবতীয় তথ্যই অসত্য, ভিত্তিহীন ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য- সৈয়দপুর আল জামেয়াতুল ইসলামিয়া দারুল উলুম রুহুল ইসলাম মাদ্রাসাটি মরহুম মৌলভী রেয়াজউদ্দিনের ওয়াকফকৃত সম্পত্তির ওপরে ১৯২৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। মাদ্রাসার নামীয় ওয়াকফকৃত সম্পত্তির পরিমাণ ৪.১২ একর। দারুল উলুম মাদ্রাসাটি অবিভক্ত ভারতের ১টি ঐতিহ্যবাহী মাদ্রাসারূপে পরিচিত ছিল। এই মাদ্রাসায় সুদূর অতীত থেকেই শুধুমাত্র দ্বীনি শিক্ষা দিয়ে আসা হচ্ছে। বর্তমানেও মাদ্রাসায় সকল ধরনের রাজনীতির বাইরে শুধুমাত্র ইসলামী শিক্ষায় ছাত্রদের শিক্ষিত করা হচ্ছে। মাদ্রাসায় অধ্যয়নরত অধিকাংশ ছাত্রই গরিব পরিবারের। মাদ্রাসার লিল্লাহ বোর্ডিংয়ে থাকা ১শ ৭৫ জন ছাত্রের খাওয়া-দাওয়াসহ যাবতীয় ব্যয়ভার মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ বহন করেন। এই ব্যয়ভার স্থানীয় জনহিতৈষী ব্যক্তিবর্গের সাহায্যে, সরকারি অনুদান ও মাদ্রাসার সম্পত্তি হতে প্রাপ্ত আয় দ্বারা নির্বাহ করা হয়। মাদ্রাসার অবস্থান সৈয়দপুর শহরের কেন্দ্রস্থলের অভিজাত এলাকায়। মাদ্রাসার চতুর্দিকে সৈয়দপুর শহরের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ বসবাস করেন। মাদ্রাসা এলাকার মধ্য দিয়ে চলাচলের একাধিক ব্যস্ত রাস্তা বিদ্যমান। মাদ্রাসার যাবতীয় কার্যক্রম পথচলিত জনসাধারণ ও পার্শ্ববর্তী আবাসিক গৃহের লোকজন সদাসর্বদাই দেখতে পান। কাজেই মাদ্রাসায় আইনবিরোধী কোন কার্যকলাপ চললে স্থানীয় লোকজন সহজেই তা জানতে পারতেন। স্থানীয় প্রশাসন ও মাদ্রাসার পরিচালনা পদ্ধতি ও শিক্ষা পদ্ধতি বিষয়ে সম্যকভাবে অবগত আছেন। সংবাদ প্রতিবেদকদ্বয়ের বর্ণনারূপ ঘটনা মাদ্রাসায় আদৌ কখনো ঘটেনি, এখনো ঘটছে না। এখানে আরো একটি বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখ্য স্থানীয় কতিপয় কুচক্রী স্বার্থন্বেষী মহল মাদ্রাসার মূল্যবান সম্পত্তি গ্রাসের নানারূপ চক্রান্ত করে আসছে যা নিয়ে আদালতে বর্তমানে কিছু মামলাও চলছে। আপনার পত্রিকার প্রতিবেদকদ্বয়কে উক্ত কুচক্রী মহল উদ্দেশ্যমূলকভাবে ভুল ও অসত্য তথ্য পরিবেশন করছেন যার ভিত্তিতে উক্ত প্রতিবেদন তৈরি করা হয়েছে। ১৯শে জানুয়ারি ইউসুফকে মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ আদৌ কোন শেকল দিয়ে বেঁধে রাখেননি।